গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৬০.১৬.২৬৭

তারিখঃ ২৬ বৈশাখ ১৪২৪ / ০৯ মে ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি'র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিম্নের ছকে উল্লিখিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের নিমিত্ত প্রযোজককে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অনুদান প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

ক্রঃ নং	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালকের নাম	প্রযোজকের নাম	অনুদানের পরিমাণ
১)	পায়রার চিঠি (শিশুতোষ)	জনাব নিশীথ রঞ্জন সিনহা (সূর্য)	জনাব নিশীথ রঞ্জন সিনহা (সূর্য)	১০,০০,০০০/-
২)	রাক্ষুসে ঘুড়ি (শিশুতোষ)	কাজী মাহদী মুনতাসীর	কাজী মাহদী মুনতাসীর	১০,০০,০০০/-
৩)	ছায়াযোদ্ধা	জনাব সুব্রত পাল	জনাব সুব্রত পাল	১০,০০,০০০/-
৪)	ফেরা	সৈয়দ ওয়াসি উদ্দিন আহমেদ	সৈয়দ ওয়াসি উদ্দিন আহমেদ	১০,০০,০০০/-
৫)	সুঁতোয় বাধা ডানা	কাজী আতিকুর রহমান অভি	কাজী আতিকুর রহমান অভি	১০,০০,০০০/-

অনুদানের শর্তাবলি :

০১. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিল্পী/কলাকুশলী/গল্প/চিত্রনাট্যের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;

০২. অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ সমাপ্ত করতে হবে;

০৩. অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ৩৫ থেকে ৫৫ মিনিট হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে এ স্থিতিকাল পুন:নির্ধারণ করা যাবে;

০৪. মনোনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ১ম কিস্তি হিসেবে অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ০২ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% চিত্রায়নের পর তা অনুদান উপ-কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তি অনূর্ধ্ব ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে;

০৫. সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে;

০৬. স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ, অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময় ইত্যাদি সহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তি) টাকা ছাড়ের পূর্বে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। অতপর: সম্পূর্ণ রাশ প্রিন্ট দেখে অনুদান কমিটির পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অর্থ ছাড় করা হবে। তবে কমিটি চলচ্চিত্রটি দেখে সঙ্গত কারণ থাকলে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার অনুদানের টাকার পরিমাণ কমাতে পারবে।

০৭. অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। সে ক্ষেত্রে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

০৮. সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে যুক্ত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার নিজ জিম্মায় গ্রহণ করার আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ প্রচলিত সুদসহ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য আইনগত যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

০৯. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে;

১০. অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোন যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করতে পারবে;

১১. অনুদান প্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলী বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশী কলাকুশলীদের প্রয়োজন হয়, মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্তরূপ কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন;

১২. উপরের ছকে বর্ণিত প্রস্তাবিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অর্থ অনুদান পাবেন;

১৩. সরকারি অনুদান প্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র বিএফডিসিতে নির্মাণের সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাদের সার্ভিস চার্জে ৫০% ছাড় দিতে পারে;

১৪. সরকারি অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করে;

১৫. অনুদানের অর্থ গ্রহণের পর চলচ্চিত্র নির্মাণ না করা হলে প্রযোজককে সমুদয় অর্থ প্রচলিত সুদসহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১৬. কোন প্রযোজক অনুদানের অর্থ গ্রহণের পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত সমস্যা কিংবা অন্য কোন অজুহাতে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোন ধরণের কোন সুবিধা দাবী করতে পারবেন না;

চলমান পৃষ্ঠা-২

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

১৭. প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে কমপক্ষে **2K Resolution**-এ অথবা ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে; তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে।

১৮. প্রতি কিস্তির অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যাদির তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে কার্য তফসিল (Work Schedule), সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বতন কিস্তির সমন্বয় হিসাব জমা প্রদান করতে হবে;

১৯. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদ পত্র গ্রহণ করতে হবে;

২০. সরকারি অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্বত্ব কোন ভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না;

২১. প্রযোজক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান নিয়মাবলীর বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করবেন এবং সরকারি বিধি অনুযায়ী কর/ভ্যাট প্রদান করবেন;

২২. প্রযোজকগণ শুটিং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন এবং সে মোতাবেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন; এবং

২৩. উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পালনকল্পে নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজক অনতিবিলম্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং চলচ্চিত্রটি ডিজিটাল ফরমেটে নাকি ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করবেন তা লিখিতভাবে অবহিত করবেন;

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০৯.০৫.১৭

(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপ-সচিব(চলচ্চিত্র)
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৬০.১৬.২৬৭(২২)

তারিখঃ ২৬ বৈশাখ ১৪২৪ / ০৯ মে ২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। বেগম নিলুফার জাফর উল্লাহ , মাননীয় সংসদ সদস্য, ৩২৫ মহিলা আসন-২৫, বাড়ী নং-৪/এ, রোড নং-৭৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। জনাব মানজারেহাসীন মুরাদ, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব , বাড়ি নং-৮/এ, ১২/ক, রোড নং-৩০ (পুরাতন) ১৪(নতুন) প্লট নং-আদিত্য, সি-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭। মিজ সুবর্ণা মুস্তাফা, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, হাউজ নং ৩, রোড নং ৩/এ, ফ্লাট নং ১ ও ২, সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা
৮। মিজ সামিয়া জামান, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা, ৫বি, বাসা-৪, রাস্তা-৭৬, গুলশান-২, ঢাকা
৯। বেগম শামীম আখতার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, বাড়ি নং-৮/২, ভুইয়া নিবাস, ফ্লাট নং-৭বি, সি-ব্লক, লালমাটিয়া, ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব; তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।
১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৬। সহকারী সচিব(বাজেট-১), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। জনাব নিশীথ রঞ্জন সিনহা (সূর্য), প্রযোজক ও পরিচালক (পায়রার চিঠি), বাসা-৫৭, সড়ক-৫, মনসুরাবাদ আ/এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৯। কাজী মাহদী মুনতাসির, প্রযোজক (রাক্ষুসে ঘুড়ি), ম্যাড আটার, ৩৫/৩, ইন্দিরা রোড, নিরিবিলি (বি-৩), তেজগাঁও, ঢাকা।
২০। জনাব সুব্রত পাল, প্রযোজক (ছায়াযোদ্ধা), ৯/১৯, রুবি হাউজ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
২১। সৈয়দ ওয়াসি উদ্দিন আহমেদ (ফেরা), প্রযোজক, বাড়ি নং-৪৫, রোড-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২২। কাজী আতিকুর রহমান অভি, প্রযোজক (সুঁতোয় বাঁধা ডানা), ১২, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা।

০৯.০৫.১৭

(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপ-সচিব(চলচ্চিত্র)